ব্যক্তিগত লাইব্রেরী
আহমদ ছোফিক চৌধুরী

পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা.) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

৩১ শে বৈশাখ, ১৩৮২ বাংলা : ১৫ই মে, ১৯৭৫ ইং : ২রা জমাঃ উলা : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ সূরা আল-কওসার-এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলনঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস : বিবাহ	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ	৫
০ অমৃতবানী : স্বীয় দাবীর সত্যতায় এবং কৃতকার্যতায় অটল বিশ্বাস	হযরত মসিহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিয সাদেক	৬
০ বিবাহের খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
০ মোমেনগণের শান, ঈমান, ধৈর্য ও বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী	সুবেদার আবদুল গফুর, টোপী (পাকিস্তান) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	১৩
০ পবিত্র পয়গাম	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৭
০ সংবাদ :	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৮
০ সিয়েরালিওনে আহমদীয়া মুসলিম মিশনের বার্ষিক সম্মেলন		
০ পাঁচশত ব্যক্তির বয়াত গ্রহণ		
০ হুজুরের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ দোয়া ও সদকা		২০
০ সুন্দরবন জামাত আহমদীয়ার ২য় সালানা জলসা (নিজস্ব সংবাদ দাতা)		২১
০ চট্টগ্রামে আনসারুল্লাহ্‌র এজতেমা		২২
০ বাংলাদেশ জামাতের উদ্দেশ্যে হুজুরের দোয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী		২৩

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা :

৩১ই বৈশাখ, ১৩৮২বাং : ১৫ই মে, ১৯৭৫ইং : ১৫ই হিজরত, ১৩৫৪ হিজরী শামসী :

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সুরা আল-কওসার

সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত] —মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

খতমে-নবুওত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

সব চেয়ে বড় মো'জেযা বা নিদর্শণ যাহা হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কওসার তথা অতুলনীয় কামালিয়ত হিসাবে দান করা হইয়াছে, তাহা হইল তাঁহার 'খাতামাননবীয়ীন' হওয়া, অর্থাৎ তাঁহার এই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে নবুওতের সমস্ত কামালাত তাঁহাতে শেষ হইয়াছে, চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খত্‌মে-নবুওত শুধু মাত্র একটি দাবী নয় (যেমন ভাবে সাধারন মুসলমান মনে করিয়া থাকেন), বরং উহা একটি সপ্রমানিত সত্য, যাহা জ্বলন্ত নিদর্শণ রূপে প্রত্যেক যুগের মানুষ সর্বকালে বুঝিতে ও তলাইয়া দেখিতে সক্ষম। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খাতামোননবীয়ীনের যে অর্থ সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, উহা এমন একটি অর্থ যাহা হয়ত কিয়ামতের দিন কাহারও জন্য গ্রহণ-যোগ্য বা হুজ্জত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উহার পূর্বে কখনও অমুসলমানদের দ্বারা ইহার সত্যতা স্বীকার করান সম্ভব নয়। হজরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় যদি ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট বলা হইত যে, রসুলে করীম (সাঃ) এই অর্থে খাতামুন নবীয়ীন যে, তাঁহার পরে কোন নবীর আগমন হইবে না, তাহা হইলে ইহার সপক্ষে কি যুক্তি-প্রমান তাহাদের সামনে উপস্থাপিত করা যাইত, যাহা তাহারা মানিতেও বাধ্য হইত? ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন ফজিলত বা বিশেষত্ব এমন কোন কিছুই হইতে পারে যাহা প্রমান করান যায়। যাহা প্রমান করা না যায়, তাহা ফজিলত হইতে পারে না।

খতমে-নবুওতের দাবী মুসলমানগনের আকীদা অনুযায়ী হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নবুওতের শান ও উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় দাবী। যদি সর্বাপেক্ষা বড় দাবী সপ্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার মাহাত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে? যদি সাহাবীগণ (রাঃ) খৃষ্টান ও ইহুদীদিগকে ইহা বলিতেন যে, তোমাদের নবীগণের উপর রসুল করীম (সাঃ)-এর ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তাঁহার পরে কোন নবী আসিবেন না, তাহা হইলে উহা কিরূপ হাস্যস্পদ হইতো; কেননা তাহারা হাসিয়া বলিত যে, প্রথমতঃ আপনারা নিজেরাই তো হযরত ঈসা নবীর (আঃ) আগমনে বিশ্বাসী। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের রসুলের আগমনে কত দিনই বা অতিবাহিত হইয়াছে যে, আপনারা বলিতেছেন, তাঁহার পর নবী আসিবেন না। বিগত নবীগণের অব্যবহিত পরেই তো নবী আসিতেন না। সাধারণতঃ এক যুগ পার হওয়ার পরই নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। আপনাদের নবী (সাঃ) ঈসা মসিহ্ (আঃ) এর ছয় শত বৎসর পরে আসিয়াছেন। সুতরাং ছয় শত বৎসর তো অপেক্ষা করুন। ইহার জবাবে তখন মুসলমানগণ কি বলিতে পারিতেন? সুতরাং খতমে-নবুওতের অর্থ তাহাদের দ্বারা স্বীকার করাইবার জন্য ছয় শত বৎসর অপেক্ষা করা জরুরী ছিল; ছয় শত বৎসর পর্যন্ত কি তাঁহার খতমে-নবুওতের দাবী নায়ুযুবিল্লাহ্ দলীল বিহীন থাকিত? কিন্তু ছয় শত বৎসর পরও তো মুসলমানগণ কিছুই বলিতে পারিতেন না, কেননা খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের হাতে তবুও এই যুক্তি থাকিত যে, আপনারা আগমনকারী নবী সম্বন্ধে কি বলেন, যাঁহাকে আপনারা ঈসা নবী বলিয়া অভিহিত করেন? এতদ্ব্যতীত তাহারা তখন ইহাও বলিতে পারিত যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর ইউশা' নবী (আঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ নবী (আঃ)-এর আড়াই তিন শত বৎসর পর হযরত মুসা নবী (আঃ) আগমন করিলেন, এমন কি বনি ইস্রাইল (ইহুদীগণ) বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, এখন ইউসুফের (আঃ) পর কোন নবী প্রেরিত হইবে না। (সুরা মোমেন: ৩৫) সুতরাং সুস্পষ্ট জানা গেল যে, কখনও একজন নবীর পর শীঘ্রই বা স্বল্পকাল পর আর একজন নবী আগমন করেন। আবার কখনও দীর্ঘকাল পর নবীর আগমন হয়। স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হযরত ইসা (আঃ)-এর ছয় শত বৎসর পর আগমন করিয়াছেন। সুতরাং শতাব্দীর পর শতব্দী নবী শূণ্য অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ায় ইহা প্রমান হয় না যে, অমুক নবীর পর আর কোন নবী আসিবেন না। মোট কথা যদিও ইহা সত্য যে রসুল করীম (সাঃ)-এর পর কোন শরীয়ত বাহি (শরয়ী) নবী আসিবেন না কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের নিকট আমরা উক্ত অর্থে নবী করীম (সাঃ) এর ফজিলতকে সপ্রমানিত করিতে পারি না। এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সামনে পূর্ণ ও অকাট্য যুক্তির দ্বারা খতমে নবুওতের এ অর্থটি প্রমান করা যায় না যে, তিনিই শেষ নবী। সুতরাং খতমে নবুওতের যদি উক্ত অর্থ করা হয়, তা'হলে খতমে নবুওতের ফজিলত যাহা নবী করিম (সাঃ) এর

শ্রেষ্ঠ ফজিলত তাহা কিয়ামত পর্যন্ত অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। এবং দিন কিয়ামতে উহা প্রমানিত হওয়া কাহারও জন্য ফায়দাজনক হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি খতমে নবুওতের এই অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, পূর্ববর্তী নবীগণ তো কোন কোন নবীর শিক্ষাকে খতম (রহিত) করিতেন কিন্তু রসুলে করিম (সাঃ) সমস্ত দুনিয়ার, সমস্ত জাতির নবীগণের নবুওয়তকে খতম করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্ত দাবী প্রথম দিন হইতেই সর্বকালের জন্য প্রমান করা যাইত, কেননা সত্য নবীর আলামত বা লক্ষণ সাবেক গ্রন্থাবলী, কোরআন করিম এবং যুক্তির ধারায় ইহাই জানা যায় যে, খোদা তায়ালার সহিত নবীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইয়া থাকে এবং সেই অনুযায়ী আনুপাতিক ভাবে তাঁহার পয়রবীকারী বা অনুসারীগণেরও আল্লাহর সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যাহাতে অস্বীকারকারীগণের নিকট নবীর সত্যতা অকাট্য ভাবে প্রমানিত হয়। যদি এই দলীলকে সহিহ্ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, (এবং ইহার যথার্থতার মধ্যে অবশ্যই কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না), তাহা হইলে প্রত্যেক মুসলমান অন্য সকল ধর্মাবলম্বীকে প্রথম দিন হইতেই এই চ্যালেঞ্জ দিতে পারিত যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর খাতামান নবীয়ীন হওয়ার প্রমান এই যে তিনি সকল নবীর নবুওত খতম করিয়াছেন এবং এখন কোন নবীর উম্মতের মধ্যে কোন খোদা প্রাপ্ত তথা খোদার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনকারী ব্যক্তি হইতে পারে না। একমাত্র রসুলে করিম (সাঃ)-এর পায়রবী কারী বা অনুসারী গণেরই আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইবে। সরল ও সহজ কথা এই যে, হয়ত ইসলামের অস্বীকারকারীগণ ইহার উত্তরে বলিতেন যে, খোদাতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। নয়ত তাহারা ইহা বলিতেন যে, আমাদের মধ্যেও ঐরূপ ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন, যাঁহাদের আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উভয় অবস্থাতেই ফয়সালা সহজ হইয়া যাইত। প্রথমোক্ত উত্তর সম্পর্কে মুসলমানগণ সহজেই ইসলামের মধ্যে পবিত্র ও মনোনীত ব্যক্তিদের নিদর্শনাবলী পেশ করিয়া প্রমাণ করিত যে, খোদাতায়ালার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাদের সহিত রহিয়াছে। তেমনি ভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীগণ যেহেতু আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, সেই হেতু উক্ত পেশকৃত ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা স্বভাবতঃ ইহাও প্রমাণ হইয়া যাইত যে, খোদাতায়ালার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নবীগণের অনুসারী জামাতের সহিত নিশ্চয় হইয়া থাকে, কিন্তু বর্তমানে সেই সম্বন্ধ একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সহিতই রহিয়াছে; অন্য কোন উম্মতের ব্যক্তিদের সহিত নাই। সুতরাং সুস্পষ্ট জানা গেল, পূর্ববর্তী সকল নবীর নবুওত খতম হইয়া গিয়াছে এবং একমাত্র মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওতই জারি ও বলবৎ আছে। এবং তদনুযায়ী তাঁহার খতমে নবুওয়তের দাবী সপ্রমাণিত হয়।

শেষোক্ত উত্তর প্রসঙ্গে মুসলমানগণ বিপক্ষদিগের নিকট এই দাবী উত্থাপন করিত যে, বর্তমানে আপনাদের উপস্থিত বুজুর্গদের আল্লাহর সহিত বাক্যালাপ (—এলহাম ও ওহী) এবং ঐশী নিদর্শনাবলী পেশ করুন, যাহাতে তাঁহাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যেহেতু মোহম্মদিয়তের দাবী জগতে ঘোষিত হওয়ার পর হইতে প্রকৃত পক্ষে বাকী সকল জাতির সহিত খোদাতায়ালার

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—(একটি সাময়িক সম্বন্ধ ব্যতীত) ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেজন্য নিশ্চয় তাহারা এই দাবী বা চ্যালেঞ্জকে পূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারিত না এবং এইভাবেও নবী করীম (সঃ)-এর খতমে নবুওতের দাবী সপ্রমাণিত হইত।

আমি যে অর্থ উপরে পেশ করিয়াছি উহা শুধু একটি দাবী নহে বরং একটি ঐশী নিদর্শন বা আয়াত। কেন না, শুধু দাবী তাহা হয়, যাহা মানুষ নিজের তরফ হইতে পেশ করে কিন্তু বাস্তবে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়না কিন্তু নিদর্শন বা আয়াতের প্রমাণ বাস্তব জগতে মওজুদ থাকে এবং খতমে নবুয়তের যে অর্থ আমি পেশ করিয়াছি, তাহা এমন অর্থ, যাহার প্রমাণ বাস্তবে বিদ্যমান এবং মুসলমানগণের মধ্যে ইতিবাচক ভাবে, এবং অন্যান্য জাতি বা অমুসলমানদের মধ্যে নেতিবাচক ভাবে বিদ্যমান।

খতমে নবুওতের দ্বিতীয় অর্থ কামালে নবুওত (বা নবুওতের শ্রেষ্ঠত্ব) এবং এই অর্থই স্বতঃ সিদ্ধ। কেননা খতমে নবুওতের আয়াতের মধ্যে খাতাম শব্দের (ت)তের উপর যবর আসিয়াছে, যাহার ফলে খাতামের অর্থ মোহর হইয়া থাকে। এবং মোহর সত্যায়নের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং খাতামান নবীয়ীন-এর অর্থ হইল, তিনি (সাঃ) নবীগণের মোহর। তাঁহার সত্যায়ণ ব্যতীত কেহ নবী হইতে পারে না। এই অর্থ সকল সময়, সর্বকালে প্রমাণিত। সাবেক নবীগণের ব্যাপারে এইভাবে প্রমাণিত যে, কোন নবীর নবুওত কোরআন করীমের সাক্ষ্য ব্যতিরেকে প্রমাণিত হইতে পারে না। ঈসা মসিহকে (আঃ) ইঞ্জিলের দ্বারা, মুসাকে (আঃ) তওরাতের দ্বারা, কৃষ্ণ ও রামচন্দ্রকে (আঃ) তাঁহাদের গ্রন্থাবলী দ্বারা, জরথুস্ত্রকে জেন্দা-বেস্তা দ্বারা সত্য নবী হিসাবে প্রমাণ করা যায় না। কোরআনের পেশকৃত যুক্তি প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলী দ্বারাই এই সকল নবীর সত্যতা প্রমাণ করা যাইবে। এবং ভবিষ্যতে কোন নবী আসিলে তাহার জন্যও নবী করিম (সাঃ) মোহর স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহা (সাঃ) হইতে বাহিরে যাইয়া এবং তাঁহা (সাঃ) হইতে পৃথক হইয়া কেহ নবী হইতে পারে না। যদি কেহ বলে যে, কেন এইরূপ হইতে পারে না তাহা হইলে ইহার জবাব এই যে, কোরআন জীবন্ত দলীল হিসাবে মওজুদ আছে। কোন স্বাধীন নবী তখনই আগমন করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন, যখন পূর্ববর্তী নবীর কেতাবের মধ্যে বিকার বা খারাবীর সৃষ্টি হইয়া যায়। কিন্তু কোরআন করিম প্রথম দিনের মতই তাহার শব্দ ও রচনায় এবং তাহার আধ্যাত্মিক প্রভাব শক্তিতে সুরক্ষিত। ইহার শব্দগত সংরক্ষন সম্বন্ধে শত্রুগণও স্বীকৃতি দিয়াছে। উহার তাছির বা প্রভাব শক্তির স্বাক্ষর বহন করিতেছেন যেই সকল রূহানী বুজুর্গান যাঁহারা প্রত্যেক যুগে ইসলামের মধ্যে মজুদ থাকেন। তাঁহারা কখনও মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক বলিয়া আখ্যায়িত হন, কখনও উম্মতি নবী বলিয়া এবং কখনও অলিআল্লাহ্ হিসাবে অভিহিত হন। সর্বকালেই তাঁহারা রহিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলই রসুলে করিম (সাঃ)-এর গোলামীর দাবীদার। সুতরাং খতমে নবুওতের ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমান আর কি হইতে পারে? মোট কথা, খতমে নবুওত রসুলে করিম (সঃ)-এর ফজিলতের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত বা নিদর্শন, যাহা উপরে বর্ণিত অর্থের আলোকে সবদাই সপ্রামানিত এবং সর্বকালে সর্বক্ষন শত্রুদিগের মোকাবেলায় ইহার সত্যতা প্রমান করা যায় এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে তদনুসারে আমাদের পক্ষ হইতে প্রমাণ করা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

বিবাহ

(১)

"যে ব্যক্তি কৌমর্যকে বরণ করিয়া লয়, সে আমার (রাসুলুল্লাহর) অনুসারীগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেন না আমি আমার বিবাহের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবাহ করাকে অপরিহার্য রূপে প্রদর্শন করাইয়াছি।"

(২)

"যে সকল যুবক যৌবনের সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহাদিগকে বিবাহ করা উচিৎ ; কেননা বিবাহ পাপ হইতে পরিত্রান করে। যে ব্যক্তি বিবাহ না করিতে পারে, সে যেন রোজা রাখে।"

(৩)

"কতক লোক তাহার (কন্যার) রূপ লালসার জন্য বিবাহ করে, বাকী কতক তাহার জন্মের জন্য (বংশের লোভে) এবং আর কতক তাহার সম্পদের জন্য বিবাহ করে কিন্তু একজন ধার্মিক মহিলাকে বিবাহ করা তোমাদের উচিৎ।"

(৪)

"তোমাদের স্ত্রীগণের সহিত আচরণ করিবার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; যেহেতু তাহারা তোমাদের সাহায্যকারিনী। আল্লাহর আমানতের উপর ভিত্তি করিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহর কালাম অনুসারে তাহাদিগকে (তোমাদের পক্ষে) আইনতঃ করিয়া লইয়াছ।"

(৫)

যাহার স্ত্রী নাই, সে প্রকৃত পক্ষেই দরিদ্র, যদিও তাহার প্রচুর সম্পদ আছে। যে মহিলার জীবনসঙ্গী (স্বামী) নাই, সে প্রচুর সম্পদশালিনী হওয়া সত্বেও প্রকৃতই দরিদ্র।"

(8500 Precious Gems হইতে উদ্ধৃত)

(৬)

যেখানে কোন ভ্রাতা বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছে, সেখানে প্রস্তাব পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কেহ অন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে না। (বোখারী ও মোসলেম)

(৭)

দুইজন প্রেমসুত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহতুল্য কিছুই নাই। (ইবনে মাজা)

অনুবাদ—মৌলবী মোহাম্মাদ
আমীর, বাঃ আঃ আঃ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

স্বীয় দাবীর সত্যতায় এবং কৃতকার্যতায় অটল বিশ্বাস

"এই অধম যদিও এইরূপ অকৃত্রিম বন্ধুগণকে লাভ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে তথাপি আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, যদি এক ব্যক্তিও আমার সঙ্গে না থাকে এবং সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পথে চলিয়া যায়, তবুও আমি ভীত নহি। আমি জানি খোদাতায়ালা আমার সঙ্গে আছেন। যদি আমি পিষ্ট হইয়া যাই এবং পদতলে দলিত হই এবং এক অণুর চেয়েও নিকৃষ্টতর হইয়া যাই এবং চতুর্দ্দিক হইতে দুঃখ, কটুবাক্য এবং অভিশাপ দেখি, তবু আমি জয়যুক্ত হইব। যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি ব্যতিরেকে আমাকে কেহ জানে না! আমি আদৌ নষ্ট হইব না! শত্রুর সমস্ত চেষ্টা অনর্থক এবং হিংসুকদের অভিসন্ধি সমূহ নিষ্ফল হইবে। হে অজ্ঞ ও অন্ধগণ! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হইয়াছে যে, আমিও ধ্বংস হইব? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা কি কখনও অপমানের সহিত বিনাশ করিয়াছেন যে, আমাকেও তিনি বিনাশ করিবেন? নিশ্চই স্মরণ রাখিও এবং কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ কর যে, আমার আত্মা বিনাশ হইবার নহে এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার বীজ নাই। আমাকে সেই সাহস ও বিশ্বস্ততা দান করা হইয়াছে, যাহার সম্মুখে পর্ব্বতও কিছুই নহে। আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। আমি একা ছিলাম এবং একা থাকিতে আমি অসন্তুষ্ট নহি। খোদাতায়লা কি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন? কখনও না। তিনি কি আমাকে নষ্ট করিয়া দিবেন? কখনও না। বিরুদ্ধবাদীগণ অপমানিত হইবে এবং হিংসুকগণ লজ্জিত হইবে। খোদাতায়ালা স্বীয় দাসকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজয় দিবেন। আমি তাঁহার সঙ্গে আছি, এবং তিনি আমার সঙ্গে আছেন। দুনিয়ার কোন বস্তু আমাদের এই বন্ধনকে ভঙ্গিতে পারিবে না আমি তাঁহার মহাত্ম্য ও গৌরবের শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতেছি যে, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে কোন বস্তু ইহা অপেক্ষা প্রিয়তর নহে যে, তাঁহার ধর্মের মহিমা প্রকাশ হউক এবং তাঁহার গৌরব সমুজ্জ্বল হউক।" (আনওয়ারুল ইসলাম)

বিবাহের খোৎবা

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

(২২ শে ডিসেম্বর ১৯৭৪, রবওয়ায় মসজিদে-মোবারকে প্রদত্ত)

বিশেষ ভাবে দোয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন আমাদিগকে এবং আমাদের বংশধর দিগকে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করিতে থাকেন।

আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধা-সাধণা কোন ব্যক্তিগত বা জামাত গত স্বার্থে নহে বরং শুধুমাত্র ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত।

মসনুন খোৎবা পাঠের পর হুজুর বলেন :

বন্ধুগণ জানেন, যে, বিগত মাসের (নভেম্বর ১৯৭৪) ২৬ তারিখ হইতে আমি অসুস্থ আছি। ক্রমাগত দুইবার রোগাক্রান্ত হই ; দ্বিতীয় বারের অবস্থা প্রথম বার হইতে কঠিনতর ছিল। এখন যদিও পূর্ব হইতে কিছুটা আরোগ্য হইয়াছি কিন্তু অবস্থা এখনও স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসে নাই তবে আল্লাহতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ রহিয়াছে। আমরা সেই জাতি, যাহারা "আলহামদুলিল্লাহ্ আলা কুল্লেহালিন" (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহতায়ালারই সমস্ত প্রশংসা) বলিয়া থাকি। কোরআনে করীম আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, মানুষ নিজেই অসুস্থ হয় ; স্বাস্থ্যগত কোন নিয়ম স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভঙ্গ হইলে মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। তারপর আল্লাহতায়ালাই শেফা দান করেন। এইজন্য আমিও দোয়া করিতেছি ; বন্ধুগণও দোয়া করুন, আল্লাহতায়ালাই সম্যক আরোগ্য দানকারী, তিনিই যেন তাঁহার ফজলে শেফা দেন। অসুস্থ থাকা কালিন সময়ের মধ্যে যুগ-খলিফা হিসাবে আমার উপর সাময়িক পর্যায়ের কতক বিশেষ দায়িত্বও ন্যস্ত হইয়া পড়ে, যেমন, সালানা জলসার ব্যবস্থা দি উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তারপর, জলসার বক্তৃতার জন্য বিষয়-বস্তু প্রস্তুতির কাজ, এবং ইহার জন্য দোয়া করা। অবশ্যই, ইহা আল্লাহতায়ালার অপরিসীম ফজল ও অনুগ্রহ যে তিনি সর্বদা নিজেই মজমুন বুঝাইয়া দেন। অবশ্য সেই মজমুন সম্বন্ধে নীতিগত বিষয় সমূহই জ্ঞাত করান, উহার চাবিকাঠি সমুহ দান করেন। অতঃপর মানুষকে নিজেই পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং আমি কয়েক শত হওয়ালা (Referene) নিজেই বাহির করাইয়াছি। গত বৎসরে বন্ধুদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমি বলিয়াছিলাম, এত হাওয়ালা একত্রিত হইয়াছে যে উহা পাঠ করিয়া শেষ করাও দুষ্কর হইয়া পরিয়াছে।

মোট কথা, প্রত্যেক বৎসর জেহেনের মধ্যে মজমুন আসিরা যায় কিন্তু এ বৎসর প্রস্তুতির অবস্থা এই যে এখনও পর্যন্ত (জলসা আরম্ভ হইতে মাত্র ৩দিন বাকী) একটি মজমুন তো স্পষ্টভাবে আল্লাহতায়ালা জেহেনের মধ্যে দিয়াছেন এবং উহার সম্পর্ক হইল ঈদুল আযহার খোতবার সহিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মাত্র রূপ-রেখা আল্লাহ্-তায়ালা মস্তিস্কে উদ্রেক করিয়াছেন যাহা ক্রমশঃ সুপ্রকাশিত হইবে। কিন্তু মানুষের পক্ষে যে চেষ্টা ও তদবিরের প্রয়োজন, তাহা সম্পূর্ণ বাকী ও শূন্যই রহিয়াছে। আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার কুদরতের দ্বারা এই শূন্য অংশটুকুও ভরিয়া দিবেন। আসলে তো তিনিই দান করিয়া থাকেন। সেই জন্য বন্ধুরা দোয়া করুন। বিরাট দায়িত্ব স্কন্ধে ন্যস্ত। ২৬ নভেম্বর (১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে) এর পর এই আজ প্রথম বার বাহিরে আসিয়াছি। আমার মাথা ঘুরিতেছে, অনেক দুর্বলতা বোধ করিতেছি। শক্তির উৎস তো একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাই। তাঁহার তওফিক প্রদানেই সব কিছু হইতে পারে।

এখন আমি ৭টি নিকাহ্-এর এলান (ঘোষণা) করিব। ঐগুলির মধ্যে ৩টির সম্পর্ক দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে হজরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের সহিত এবং আর চারিটির সম্পর্ক হজরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর আধ্যাত্মিক বংশধরের সহিত।

বন্ধুগণ জানেন যে, জামাতে আহমদীয়া, যাহাকে রূহানী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কায়েম করা হইয়াছিল, এখন একটি চরম নাজুক সময়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন পর্যন্ত, বরং আমাকে এরূপে বলা উচিত যে, বিগত সালানা জলসা এবং এই জলসার মধ্যবর্তীকালের ভিতর অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এবং কতক বুনিয়াদী বাস্তব ঘটনা আমাদের সামনে আসিয়াছে। সুতরাং বিগত সালানা জলসা পর্যন্ত অথবা উহার পর কিছু কাল পর্যন্ত যে বাস্তব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতে ছিলাম, উহা ছিল এই যে, যেখানে যেখানে আহমদীয়াত পৌঁছিয়াছিল, সেখানে সেখানে দেশীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে জমাতের বিরোধীতা করা হইয়াছে, এবং জামাত যতটুকু বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, তত টুকু বিরুধীতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা জামাতে আহমদীয়ার নব্বই বৎসর ব্যাপী জীবনের অভি-জ্ঞতা এবং একটি বাস্তব সত্য।

হজরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) একা ছিলেন। তখন তাঁহার বিরোধীতাও একা ব্যক্তির বিরো-ধীতা ছিল, তারপর ইতিহাসের এই তত্ত্বটির উপর আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি যে প্রথম দিকে তিন চারটি জায়গায় আহমদী জামাত স্থাপিত হয়—কাদিয়ান ও উহার আশে পাশে এবং তেমনি ভাবে লুধিয়ানা, দিল্লী এবং বোধ হয় আর এক-আধ জায়গায়। এ সকল স্থানে আহমদীয়া জামাতের বিরোধীতা

আরম্ভ হয়। অতঃপর জামাত সমগ্র পাঞ্জাবে ছড়াইতে আরম্ভ করে, ফলে পাঞ্জাবেই উহার বিরোধীতাও শুরু হয়। তারপর ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে, তখন সমস্ত ভারতবর্ষে বিরোধীতা শুরু হইয়া যায়। একটি বিরোধীতা কুফরের ফতোয়ার আকারে এমন সময় শুরু হইয়াছিল, যেমন হজরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, আমার কোন মুরীদ ছিল না কিন্তু আমার ঘর সেই সকল কুফরের ফতোয়ার দ্বারা ভর্তি হইয়া গিয়াছিল, যাহা আলেমগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দিয়াছিল। আমি উক্ত বিরোধীতার কথা বলিতেছিনা বরং সেই বিরোধীতার কথা বলিতেছি যদ্বারা মিথ্যা প্রচারনার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করা হয়। তারপর জামাত বহির্দেশ অভিমুখী হইল। দামেস্কে পৌঁছিল। সেখান হইতে আমাদের আগত ভ্রাতা মুনীরুল হুসনী সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন। প্রথম দিকে জামাতের খুব ভাল সময় কাটে। কিন্তু উহার পর তাহারা দেখিল যে এই জামাত তো বড়ই মজবুত হইয়া চলিয়াছে। তখন তাহাদের বিরোধীতাও বড় কঠিন আকার ধারণ করিল। ঐ সকল লোকই জামাতের বীর পুরুষ (Hero) যাঁহারা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বিরোধীতাপূর্ণ অবস্থাবলীর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছেন। তেমনি ভাবে প্যালেষ্ট্যাইনে (বর্তমানে ইসরাইল) জামাত কায়েম হইল। যখন উহা মজবুত হইয়া উঠিল, তখম সেখানেও বিরোধীতা হইল। মিশরে বিরোধীতা হইল এবং তেমনি ভাবে অন্যান্য স্থানেও যেখানে যেখানে জামাত কায়েম হইল সেখানেই বিরোধীতা আরম্ভ হইল। অতঃপর ইউরোপে জামাতে আমদীয়া বিস্তার লাভ করিল, তখন সেখানেও বিরোধীতা হইল। শুরুতে শুধু খৃষ্টানদের বিরোধীতা ছিল কিন্তু পরে এই আশ্চার্যের ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হইল যে, খৃষ্টানদের বিরোধীতার সহিত তথাকথিত মুসলমানদের একটি অংশও আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং খৃষ্টানগণ এবং কতক মুসলমান একজাট হইয়া আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চিন্তা করিবার বিষয় এই যে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের কারণ কি? তেমনি ভাবে আফ্রিকা মহাদেশেও যেমনি যেমনি জামাত বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে, তেমনি বিরোধীতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু আমি যেমনভাবে বলিয়াছি, ইহা পৃথক পৃথক দেশীয় পর্য্যায়ের বিরোধীতা ছিল।

বিগত সালানা জলসার সময় দুনিয়ার দৃষ্টি যে বিষয়টি প্রথম বারের মত প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা ছিল এই যে (যদিও জামাত পূর্ব হইতেই উন্নতি করিয়া আসিতেছিল কিন্তু) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উহার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য দুনিয়া চিন্তা করিল যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তৎপরতার মাধ্যমে জামাতের মুকাবিলা করা উচিত। সুতরাং জামাতের বিরুদ্ধে গত বৎসর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরি-

কল্পনা রচিত হইল এবং প্রচেষ্টা চালানো হইল। যখন সেই দেশীয় বা স্থানীয় বিরোধীতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রূপ পরিগ্রহ করিল তখন উহা চরম আকৃতি ধারণ করিল। এজন্যই আমি বলি যে, জামাতে আহমদীয়া তাহার জীবনের চরম নাজুক যুগে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধণা যাহা কেবল মাত্র ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যই নিয়োজিত উহাতে আমাদের কোনই ব্যক্তিগত ফায়দাও নাই এবং কোন জামাত-গত ফায়দাও নাই। ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য সম্পর্কে যে সকল আলামত ও লক্ষন ঐশী ভবিষ্যদ্বানী সমূহের মধ্য দিয়া আমরা জানিতে পারি তাহা এই যে, তিন শত বৎসরের মধ্যেই জামাত আহমদীয়া ইসলামের বিজয়ের চরম সফলতার যুগে প্রবেশ করিবে। আমরা কি? আমরা তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ বৈ কিছুই নহি। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন: "উওহ্ হ্যায়, ম্যাঁ চিয কিয়া হুঁ'বস ফয়সালা এহী হ্যায়" "তিনিই সবকিছু, আমি তো কিছুই নহি, ইহাই প্রকৃত মিমাংসা"।

আমরা তো কোনকিছুই নহি, আসল তো ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মুহাম্মাদমুস্তফা (সাঃ) ই বটে।

জামাতের বন্ধুগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি বিগত সালানা জলসায় বলিয়াছিলাম যে, আগামী শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী, উহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বন্ধুগণ কোরবানী দিন। কেননা, ঐ জমানা (আহমদীয়তের দ্বীতিয় শতাব্দী) সমস্ত পৃথিবীতে অর্থাৎ ইউরোপেও, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও, দ্বীপপুঞ্জ সমুহেও এবং মধ্য প্রাচ্যই হউক, অথবা দূর প্রাচ্যই হউক সর্বত্র ইসলামকে জয়যুক্ত করার জমানা হইবে। আগামী ১৩/১৪ বৎসর পরই জামাতে আহমদীয়ার জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দীর সুচনা হইবে। সেইজন্যই আমি বলিয়াছিলাম যে উহাকে খোশ আমদেদ্ জানাইবার উদ্দেশ্যে বন্ধুগণ কোবানী পেশ করুন, আর্থিক কোরবানীও, এবং অন্যান্য কোরবানীও। সুতরাং জামাত এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে এবং আল্লাহ-তায়ালার ফজলে মহা কোরবানী সমুহ পেশ করিয়াছে। এই জামাত বড়ই গর্বের বস্তু, ঈর্শার পাত্র। এখানেও এবং অন্যান্য জায়গাতেও বন্ধুগণ আল্লাহতায়ালার রাস্তায় খরচ করার তেওফিক লাভ করেন এবং চরম পর্যায়ে মালী কোরবানী পেশ করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত আর এক কোরবানীও দিয়া থাকেন এবং তাহা এই যে আল্লাহর পথে থাকার জন্যই তাহাদের ধনসম্পদ লুঠ-তরাজ করা হয়। জামাতকে এই বৎসরও (৭৪) এই কোরবানী দিতে হইয়াছে কিন্তু জামাত যে আনন্দ ও প্রফুল্লতার সহিত কোরবানী সকল পেশ করিয়াছে, তাহা আমরা

নিজেরাও প্রত্যেক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আসল তো সেই প্রফুল্লতা, যাহা আল্লাহতায়ালা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেননা তিনি 'আল্লা মুল গয়ুব' (অজ্ঞেয় বিষয়াবলী সম্যক অবগত)। তাঁহার দৃষ্টি যাহা অবলোকন করিতে পারে, মানুষে তো তাহা পারে না। এইজন্য জামাত সমষ্টিগত ভাবে আনন্দিত, আমিও আনন্দিত এবং আপনারাও আনন্দিত। এই জগতের বস্তু তো নশ্বর। দুনিয়ার সকল আস্বাদ, উহার ধন সম্পদও অস্থায়ী। এখানে তো কোন জিনিষেরই স্থায়িত্ব বলিতে কিছু নাই। স্থায়ী হওয়ার মর্যাদা তো শুধু সেই জিনিষেই প্রাপ্ত হয়, যাহার দিকে অনাদি ও অনন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন খোদা মনোযোগী হন এবং যাহাদের সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, আমার দৃষ্টি জামাতে আহমদীয়ার দিকে নিবদ্ধ, আমি উহার দ্বারা ইসলামকে দুনিয়াতে জয়-যুক্ত করিব। দুনিয়া বলে যে, ইহা একটি ক্ষুদ্র জামাত। আমি এবং আপনারাও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, আমরা একটা ক্ষুদ্র জামাত। দুনিয়া বলে যে, ইহা একটি দরিদ্র জামাত। আমরা ইহাও অগ্রাহ্য করিতে পারি না, সত্যিই ইহা একটি দরিদ্র জামাত। দুনিয়া বলে, ইহা একটি অসহায় ও নিরুপায় জামাত। আমরা ইহাও কবে অস্বীকার করিয়াছি? আমরাও তো বলি, যে, আমরা একটি অসহায় ও নিরুপায় জামাত। দুনিয়া বলে যে, ইহা ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত একটি জামাত, কিন্তু আমরা একথা বলি যে, যাঁহার অধিকারে সকল ধন-সম্পদের ভাণ্ডার, যাঁহার হুকুম এ জগতের সবকিছুতেই সচল ও বলবৎ এবং যিনি বাস্তবিক পক্ষে ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই আমাদের সবকিছু। সেইজন্যই আমরা বলি– لله الملك ولله الحمد (লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদ) আমরা খোদাতায়ালার মালিক হওয়া এবং ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হওয়ার জালওয়া বা বিকাশ সমূহ নিজেদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জাগতিক ক্ষমতার সহিত আমাদের কি সম্পর্ক? আমাদিগকে তো সেই সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালা ইহা বলিয়াছেন যে, আমি এই জমানায় ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতের দ্বারা ইসলামকে সমস্ত জগতে জয়যুক্ত করিব। এবং এই মহান কার্য বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে দেওয়া ঐশী ভবিষ্যৎ সমূহ অনুযায়ী সম্পাদিত হইবে। হজরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর জামানা হইতে আরম্ভ করিয়া এই উম্মতের আওলিয়া ও বুজুর্গান প্রত্যেক শতাব্দীতে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং সেই সকল ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়া জামাত হিসাবে সমষ্টিগত ভাবে নিজ দিগকে খোদাতায়ার মধ্যে 'ফানা' বা আত্ম-বিলিন করিয়া ইসলামকে সারা বিশ্বে জয় যুক্ত করিবে। ইন-শায়াল্লাহুল আজিজ।

মোট কথা, আমরা অত্যন্ত নাজুক জামানার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি এবং উহা আগামী এক শত বৎসরে বিস্তৃত জমানা, যাহা আরম্ভ হইতে ১৪/১৫ বৎসর বাকী রহিয়াছে। এই আগামী শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাদী, আহ্‌মদীয়তের বিজয়ের নহে বরং ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী কেননা আহ্‌মদীয়তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলিয়াছেন :

উওহ্ হ্যায়, ম্যাঁ চীয কিয়া হুঁ,
বস ফয়সালা এহী হ্যায়।

আহ্‌মদীয়ত তো কোন ধর্মের নাম নয় এবং ইহার কোন স্বকীয় সত্বা নাই ; বস্তুতঃ ইসলামই, প্রকৃত পক্ষে মোহাম্মদীয় দ্বীনই হইতেছে আসল, যাহাতে পানি সিঞ্চনের জন্য আহ্‌মদীয়ত কায়েম হইয়াছে। সুতরাং আমি যখন ইসলামের বিজয়ের শতাব্দীর কথা বলি, তখন উহাতে আমার উদ্দেশ্য এই হয় যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্মের বিজয় হইবে ; কুরআন করীমের শরিয়তের বিজয় হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে আগামী শতাব্দী নির্ধারিত। আগামী শতাব্দী একটি বংশধরের শতাব্দী তো নহে, বরং জামাতে আহ্‌মদীয়ার যুবকগণ তাহাদের স্কন্ধে উক্ত অনাগত শতাব্দীর দায়িত্ব সমূহের গুরুভার বংশ পরাম্পরায় বহণ করিয়া চলিবে এবং খোদাতায়ালার পথে কুরবানী সমূহ পেশ করিতে থাকিবে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উৎকৃষ্টতম আদর্শের অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে জগতকে নেক নমুনা প্রদর্শন করাইয়া যাইতে থাকিবে। তারপর যাইয়া আমাদের দায়িত্ব পালন সুসম্পন্ন হইবে এবং আমাদের খোদা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

এই সেই আসল মজমুন (বিষয়-বস্তু), যাহার দিকে আমি এই খোৎবার মাধ্যমে জামাতে আহ্‌মদীয়া, বিশেষতঃ যুবকদিগের মনোনিবেশ করাইতে চাই। এজন্য যে, প্রত্যেক বিবাহ পড়াইবার সময় মানুষের মনে দুইটি কথার উদয় হয়। একটি তো এই যে, আমাদের আর একটি বংশধর প্রাপ্ত বয়স্ক বা জওয়ান হইয়াছে, যাহাদের স্কন্ধে দায়িত্বভার পড়িতেছে। এখন হইতে ভবিষ্যতের জন্য এই বংশধরটি দায়িত্ব সমূহ গ্রহণ ও পালন করিবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, বিবাহের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বংশধরের ভিত্তি রাখা হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিবাহের ফলে যে সন্তান হইবে তাহারা আর একটি বংশধর হইবে। সেজন্য নিকাহের এলানের সময়েও খুব বেশী দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকেও এবং ভবিষ্যত আগমনকারী বংশধরদিগকেও শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত করার তওফিক দান করিতে থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকে এমন কার্য সম্পাদনের তওফিক দেন যাহা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের এবং আমাদের জন্য তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়। আমীন।

(উল্লেখযোগ্য যে, যে সাতটি নেকাহ্ এলান করার জন্য হুজুর আকদাস (আইঃ) উক্ত খোৎবা দান করিয়াছেন— তাঁহাদের মধ্যে হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর দুইজন সাহেবজাদাও রহিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের মোহরানা মাত্র পাঁচ হাজার টাকা করিয়া ধার্য করা হইয়াছে)।

[সপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৫ইং হইতে অনুদিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

মোমেনগণের শান, ঈমান, ধৈর্য এবং বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী

[টোপীর (সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান) সুবেদার আবদুল গফুর সাহেব লিখিত বৃত্তান্ত]

'পুষ্পিত বাগান সাজানোয় আমারও রুধির শামিল রহিয়াছে'

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

সর্বস্বহারা এই কাফেলা পথ ছাড়িয়া ক্ষেতের মধ্য দিয়া চলিতেছিল। মাথায় গুলি লাগার এবং অনেক রক্ত পড়ার কারণে আমি দুর্বলতা বোধ করিতেছিলাম। পা আর চলিতে চাহিতেছিল না। বুদ্ধি বিবেচনা কাজ করিতেছিল না। পথও ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। আমার পুত্র আগে আগে চলিতেছিল এবং আমি মধ্যে ছিলাম এবং আমার পিছনে পিছনে মেয়েরা আসিতেছিল এবং সকলের পিছনে দুইজন প্রজা চাষী গ্রাম পর্যন্ত হেফাজতের সহিত পৌছাইবার জন্য আসিতেছিল। পথের মধ্যে এক জায়গায় কিছুলোক আমাদের অবস্থা অবগত হইয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিল। কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্রগণ অস্বীকার করিল। পরে জানিতে পারি যে তাহারাও দুশমনের দলভুক্ত ছিল। যখন আমাকে দেখিল তখন তাহারা রাস্তা হইতে হটিয়া গেল এবং তাহাদের মুখে তালা লাগিয়া গেল। অর্ধ মাইল দূরে আরও একটি দল সামনে আসিতে দেখা গেল। তাহারা সংখ্যায় বার চৌদ্দ জন ছিল। তখন রাত্র বারটা হইবে। চারিদিকে গাছপালা এবং ঝোপ ঝাপ, পরস্পরকে চেনা মুস্কেল। আমি আগাইয়া গিয়া ডাক দিলাম, খাড়া হও এবং সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের নালি এক জনের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া তুলিয়া ধরিলাম। সে আমার পুরাতন প্রজা চাষী ছিল। সে উত্তর দিল, আমরা আপনার সাহায্যার্থে আসিতেছিলাম। আমরা গ্রামের দিকে আগাইতে লাগিলাম। ইমতিয়ায দুশমনদের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া বাঁচিয়া আসিবার কাহিনী আমাকে শুনাইতে লাগিল যে, ''যখন আপনারা দুশমনগণের গণ্ডির মধ্যে পেঁৗছিলেন এবং তাহারা চিৎকার করিয়া উঠিল যে 'ইহারা কাহারা' এবং আপনি উত্তর দিলেন যে, 'দুশমনগণ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, পালাও' এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারিং শুরু হইয়া গেল। তখন লালা নিসার মোহাম্মদ খাঁ আমাকে আগে যাওয়ার পরিবর্তে হুজরায় বসিতে বলিল কিন্তু সেখানে এক সঙ্গীকে সন্দেহপূর্ণভাবে ঘুরাঘুরি করিতে দেখিয়া ভীত হইয়া পুনরায় বাংলাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম এবং ভিতরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিসার মোহাম্মদ খান লোকদের ডাক দিতে লাগিল, ভিতরে এস, কাদিয়ানী পলাইয়া গিয়াছে। তখন লোকগণ ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় চলিয়া গেল?' নিসার নিজ বিশ্বাস জমাইবার জন্য তাহার নিকট হইতে খইনীর (দোক্তার) ডিবা চাহিল। সে পাকা খইনী-খোর ছিল। সে তৎক্ষনাৎ খইনীর ডিবা আগাইয়া দিল। নিসার মোহাম্মদ খাঁ খইনী লইয়া বলিল, পুলিস তাহাদিগকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন ভিতরে কেহ নাই। চল, আমরা ভিতরে যাই। ইহাতে তাহারা ভিতরে আসিল এবং আনন্দে কয়েকটি ফায়ার করিল এবং দেখিতে দেখিতে জনতা ভিতরে আসিয়া গেল। এই জনতা ১৪০টি গ্রামের গুণ্ডা এবং বদমাইশের দল ছিল। ইহারা একে অপরকে চিনিত না। এই জন্য আমি শীঘ্র তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা কিছু জিনিস পত্র লইয়া বাহির হইল। সুযোগ পাইয়া এই ভিড়ের মধ্যে আমিও বাহির হইয়া আসিলাম এবং আমার হাতিয়ারও বাহির করিয়া আনিলাম। আমি ফয়েজ মোহাম্মদ খান সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। কারণ যখন আমি বাহির হইলাম তখন জনতা তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছিল। এমতিয়ায বলিল যে তাহার মত এক জন লোককে সে বাহির হইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু এমতিয়ায অল্প বয়সের ছিল, সেই জন্য তাহার কথা আমি প্রত্যয় করিতে পারি নাই। অবশ্য পরে তাহার প্রত্যেকটি কথা সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

খুশহাল আবাদ হইতে মইনী

যাহা হউক তাহার নিরাপদে উদ্ধার পাইবার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমরা মইনীগ্রামে পৌঁছিয়া গেলাম। মইনী আমাদের পৈতৃক গ্রাম। বুঝিতে পারিতেছিলাম না যে এই গ্রামের অধিবাসীগণও আমাদের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল কিনা। গ্রামে আলো জলিতেছিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে স্থানে স্থানে ঘরে ঘরে লোক জমা রহিয়াছে। আমাদের কাফেলা ইহাদের মধ্য দিয়া চলিতেছিল। আমি সালাম জানাইলে লোকেরা জবাব দিল। তারপর সব নীরব হইয়া গেল। সকলে নীরবে আমাদের দিকে তাকাইতে লাগিল। যখন আমরা আপন ঘরের নিকট পৌঁছিলাম, তখন সেখানেও এক বড় জনতা দেখিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা নীরব হইয়া গেল। আমি আস্‌সালামো আলায়কুম বলিলাম। কতক লোক জবাব দিল। একজন আগে বাড়িয়া কোলাকুলি করিল। কিন্তু যাহাকে আমি দুশমন মনে করিতেছিলাম, সে হাত ছানি দিয়া আমাদিগকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। ইহা তাহার শারাফত, গয়রত এবং সাহসিকতা প্রসূত ছিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে সে সারা দিন টোপী এবং আমাদের সংগ্রাম ক্ষেত্রে লড়াইয়ে সাক্ষাৎভাবে আমাদের সাহায্য করিয়াছিল।

ভগ্নি-গৃহে

তাহার ইঙ্গিতে আমার কিছু সন্দেহ হইল। কিন্তু আমরা শীঘ্র শীঘ্র পার হইয়া গেলাম। আমরা প্রায় আমার ভগ্নির গৃহে পৌঁছিয়াছিলাম এমন সময় দেখিলাম আমার আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণ খালি পা এবং খালি মাথায় লোকজনের নিকট আমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিতেছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া জীবনে জীবন পাইল। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া এক এক বার আনন্দিত হইতেছিল এবং আর বার কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অবশেষে আমরা ভগ্নি-গৃহে প্রবেশ করিলাম। ভগ্নি তাহার প্রিয় পুত্রের শাহাদাতের সংবাদ ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিল। সে এক দিকে পুত্রের জন্য দুঃখে এবং অপর দিকে নিজ ভ্রাতা ও তাহার পরিজনের একাংশের নিরাপদে উদ্ধার লাভের আনন্দে দোলায়িত হইতে লাগিল। তাহার এ দৃশ্য দেখিবার মত ছিল। সে কখনও কাঁদিতেছিল, কখনও জড়াইয়া ধরিতেছিল, আবার কখনও আমার ছেলে-মেয়েদিগকে চুম্বন দিতেছিল। ক্রমেঃ ক্রমেঃ আত্মীয়াদের ভিড় জমিয়া গেল। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে সকলে জানিয়া গেল যে আমরা নিরাপদে বাঁচিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি এবং নযীর মোহাম্মদ খাঁ সত্যই শহীদ হইয়া গিয়াছে। আমরা যেহেতু যখমী ছিলাম, তখনও আমাদিগকে পানি পান করিতে দেওয়া হয় নাই। এমন সময়ে লাউড স্পীকারে শোনা গেল, "আমরা জানিতে পারিলাম যে কাদিয়ানীগণ এখানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি যে কেহ যেন তাহাদিগকে নিজ গৃহে স্থান না দেয় নচেৎ এখনি অত্র গ্রামবাসীগণ আশ্রয়গৃহ সমূহকে ধ্বংস করিয়া দিবে এবং আশ্রয়দাতাগণকে কতল করিয়া ফেলিবে।"

যে এই কথাগুলি শুনিল, তাহারই শরীর শিহরিয়া উঠিল। শীঘ্রই আমাদিগকে এক কামরায় লুকাইয়া ফেলিল এবং আমাদের কয়েকজন আত্মীয় আমাদের হেফাজতের জন্য আসিয়া খাড়া হইল। আমি কোন চিন্তা করিতে পারিতেছিলাম না। যখমে কাতর ছিলাম। আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা বলিল, আমাদের এস্থান ত্যাগ করা উচিৎ। এ গৃহ পূর্ব হইতেই বেদনাতুর। গৃহস্বামীনীর ছেলে শহীদ হইয়াছে। বাকী যাহা কিছু সম্মান সম্ভ্রম আছে, তাহাও বিনষ্ট হইয়া না যায়। আমি ভগ্নিকে সান্ত্বনা দিলাম এবং তাহার নিকট বিদায় চাহিলাম। সে কাঁদিয়া বলিল, এ অন্ধকারে তোমরা কোথায় যাইবে? আমি বলিলাম, "জীবন যদি আমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া থাকে, তবে তোমাদের জীবনকেও আমরা কেন বিনষ্ট করিব? যিনি আমাদিগকে এই পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন এবং এক যুদ্ধে আমাদিগকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন আমরা তাঁহারই উপর নির্ভর করিব।" এমন সময় আমাদিগের এক হিতকারী আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে তিনি উপস্থিত

আমাদিগকে এক গয়ের এলাকায় পৌঁছাইয়া দিবেন। পরে পরবর্ত্তী প্রোগ্রাম করিবেন। আমি উত্তরে বলিলাম, "মৌলা যাহা মঞ্জুর করেন তাহাই হইবে।" আমরা উপস্থিত আত্মীয় স্বজন ও বিলাপরত ভগ্নিকে ছাড়িয়া নূতন করিয়া সফর শুরু করিলাম। স্ত্রীলোকগণ আগে আগে যাইতেছিল এবং আমি সকলের পিছনে ছিলাম। আমরা মাত্র ৫০ গজ আগাইয়া গিয়াছিলাম এমন সময় দশ পনর জনের এক অস্ত্র সজ্জিত দল দ্রুতগতিতে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদিগের নিকট বন্দুক এবং টর্চ ছিল। আমার পুত্র তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিল। তাহারা এখনই শুকরিয়ে গ্রামে ছিল। লাউড স্পীকারের কথা শুনিয়া তাহারা আমাদিগের পশ্চাৎ ধাবনে আসিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ এক বাড়ির দরজার গায়ে গিয়া দাঁড়াইল এবং জোরে জোরে বলিল, 'বিয়ে বাড়ী এখানে নহে, অন্যত্র।' তাহারা ভাবিল আমরা বরযাত্রী। তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া সোজা রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল। আমার আত্মীয়গণ তখন বলাবলি করিতে লাগিল এখন কি করা যায়, উহারা তো আমাদিগের পথ রোধ করিবে। আমরা তৎক্ষণাৎ চিন্তা করিয়া রাস্তা বদল করিয়া ফেলিলাম এবং দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। পিপাসা এবং শ্রান্তি সত্বেও আমরা দ্রুতবেগে উঠিতে পড়িতে আগাইয়া চলিতে লাগিলাম। তখন এই সর্বহারা দলে, আমার স্ত্রী, তিন মেয়ে, দুই ছেলে, দুই নিষ্পাপ শিশু (নাতী ও নাতনী) এবং এক বিশ্বস্ত আত্মীয় এবং আমি ছিলাম। আত্মীয়টি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। ভ্রাতৃজায়াকে আমি অনুনয় বিনয় করিয়া গ্রামে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম। লাউড স্পীকারে বার বার ঘোষণা করা হইতেছিল। আমরা গ্রাম ছাড়িয়া প্রথম রাস্তাও ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম এবং পাহাড় ও ভাঙ্গনের রাস্তা ধরিয়াছিলাম। কারণ আমরা অনুসরণ কারীগণের শব্দ স্পষ্টই শুনিতেছিলাম। থাকিয়া থাকিয়া আমরা যমীনে বসিয়া পড়িতেছিলাম এবং লুকাইয়া পদধ্বনী ও কথার আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া আমরা বার বার পথ বদলাইয়া লইতেছিলাম। এইভাবে এক সময়ে আমরা বসিয়া পরামর্শ করিলাম যে যদি পশ্চাদ্ধাবনকারীগণ আমাদের গয়ের এলাকায় যাওয়ার সংবাদ জানিয়া যায় এবং তাহাদিগকেও আয়ত্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হইবে! এই বিষ মৌলভীগণ প্রত্যেক এলাকায় ছড়াইয়া রাখিয়াছে। সেখানে গিয়া অধিকতর অপমানিত ও লজ্জিত হইতে না হয়। তখন আমরা ডেম (বাঁধ)-এর রাস্তা ধরিলাম। আমরা পথপ্রদর্শক হিতাকাঙ্খী আত্মীয়কে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম কিন্তু তিনি মানিলেন না। তিনি বলিলেন, কিছু দূর আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া যাইবেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মাদ

বিশ্বব্যাপী জামাতের নামে

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

পবিত্র পয়গাম

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ — هو الناصر

বেরাদরানে কেরাম!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু

আমি ১৯৭৩ সনের সালানা জলসায় বহির্দেশে জামাত আহ্‌মদীয়ার তরবিয়ত এবং ইসলাম প্রচারের কাজাকে জোরদার করার এবং ইসলামের বিজয়ের দিনকে নিকটতর আনয়নের উদ্দেশ্যে একটি অভিযানের সূচনা করিয়া "শত বার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা"-এর নামে একটি সুবিশাল পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলাম এবং জামাতের মুখলেস ব্যক্তিদের নিকট আহ্বান জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন উদারচিত্তে 'শত বার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী ফাণ্ডে' নিজেদের চাঁদার ওয়াদা লিখান, যাহা তাঁহাদিগকে আগামী পনর (১৫) বৎসরের মধ্যে পূর্ণ করিতে হইবে।

আমি আল্লাহ্‌তায়ালার হাজার হাজার শোক্‌র আদায় করিতেছি যে, তিনি আমার আওয়াজে আসর পয়দা করিয়াছেন এবং জামাত কুরবানীর অতি উচ্চ নমুনা প্রদর্শন করিয়া উক্ত তাহ্‌রীকে অত্যন্ত উদার মনে ওয়াদা লিখাইয়াছেন, যাহা আসল তাহ্‌রীক হইতেও অনেক গুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। আল-হামদুলিল্লাহ্ আলা যালেক। (উল্লেখযোগ্য যে, মোট ওয়াদা সাড়ে বার কোটি হইয়াছে —সম্পাদক)।

আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! স্মরণ রাখিবেন যে, জামাত আহ্‌মদীয়া প্রতিষ্ঠার প্রথম শতাব্দী, যাহা শেষ হইতে এখন চৌদ্দ (১৪) বৎসর বাকী আছে, ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের জন্য প্রস্তুতির শতাব্দী এবং আগামী ইসলামের সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ার শতাব্দী হইবে, যাহাকে খোশআমদেদ জানাইবার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হইবে। উহার জন্য অবশ্যই অর্থেরও প্রয়োজন হইবে।

হে মুখলেসীনে জামাত! কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আপনারা আপনাদের ওয়াদা পূর্ণ করার দিকে শীঘ্র মনোনিবেশ করুন এবং পর্যায়ক্রমে টাকা আদায় করা শুরু করুন। যদি আপনারা স্বস্ব ওয়াদার ১/৪ ভাগ ফেব্রুয়ারী/মার্চ পর্যন্ত আদায় করিয়া দেন, তাহা হইলে উহা ইনশা আল্লাহুল আযিয, উক্ত পরিকল্পনাটির কর্মসূচীর সাফল্য জনক বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক হইবে। আল্লাতায়ালা সর্বক্ষণ আপনাদের সহায় ও সাথী হউন এবং আপনাদিগকে পূর্বের চেয়েও বেশী কুরবানী করার তওফিক দান করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম—

মির্যা নাসের আহ্‌মদ

খলিফাতুল মসীহ সালেস

(সাপ্তাহিক 'বদর' ১লা মে '৭৫ হইতে অনুদিত)—আহমদ সাদেক মাহমুদ

সংবাদ

সিয়েরালিওন (পঃ আফ্রিকা) আহমদীয়া মুসলিম মিশনের বার্ষিক সম্মেলন

বহু পেরামাউণ্ট চীফ, মন্ত্রী ও নেতার যোগদান
ইসলাম প্রচার ও মানব-সেবার উচ্চ প্রশংসা

সিয়েরালিওন আহমদীয়া মুসলিম মিশনের ২৬তম বার্ষিক সম্মেলন ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১লা ও ২রা মার্চ ১৯৭৫ তারিখে 'বো' শহরে জাঁকজমক ও পূর্ণ সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সিয়েরালিওনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জামাত সমূহের আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক প্যারামাউণ্ট চীফ ও বিভিন্ন মুসলিম সংস্থার নেতা ও প্রতিনিধি এবং দেশের অন্যান্য খ্যাতনামা নেতৃবর্গ এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রীও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই মহান সম্মেলনে সিয়েরালিওনের আহ্‌মদীয়া জামাতের আমীর ও ইনচার্জ মিশনারী মৌলানা ইসমাইল মুনির তাঁর উদ্বোধণী ভাষণে বলেন যে, দেশে ধর্মীয় জাগরণ লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং এইরূপ জাগরণে ইসলামের রূহানী বিজয় নিহিত। তিনি আহ্‌মদী ভ্রাতা-ভগ্নিদেরকে সহিহ্ ইসলামী রূহ্ সতেজ করার জন্য উপদেশ দান করেন যাহাতে তাঁহারা আল্লাহ্‌তালা এবং তাঁর বান্দাগণ সম্পর্কিত দায়িত্বাবলী সম্পাদনে সক্ষম হন। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ)-এর এ উপলক্ষে প্রেরিত পয়গামও পাঠ করিয়া শোনান।

ইসলামিক সুপ্রীম কাউন্সিলের নেতা মিঃ এম, এ, আবদুল্লাহ্ আহমদীয়া মুসলিম মিশনের কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মুসলমানদিগকে যথার্থ উদ্দীপনার সহিত ইসলামের অনুশাসন পালন করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আহ্‌মদীয়া মুসলিম মিশনকে দেশে ইসলামের কল্যাণ ও সার্থে অতি মূল্যবান বিভিন্নমুখী খেদমত সম্পাদানের জন্য সুপ্রীম কাউন্সিলের তরফ হইতে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন।

খনিজ সম্পদ মন্ত্রী মহামান্য জে, এ, কাণ্টেজ তাঁহার বক্তৃতায় আহমদীয়া জামাতের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং জনকল্যাণ মূলক অতি প্রশংসনীয় কীর্ত্তি সমূহ, বিশেষ করিয়া শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় পরিকল্পনা সমূহের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ সলেসের (আইঃ) প্রতিনিধিবর্গ আহমদী মোবাল্লেগ, ডাক্তার এবং শিক্ষকগণের লিল্লাহী নিঃস্বার্থ খেদমত ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানান। তিনি জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা পদ্ধতীরও ভূয়সী প্রসংসা করেন যাহা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে কোরআন মজিদ, আরবী এবং বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত ইসলামী দীনিয়াতের শিক্ষা লাভ নিয়মিত

এবং সহজলভ্য হইয়া পড়িয়াছে। তেমনিভাবে নূতন বংশধরদের প্রতিভাশালী ও কর্মঠ রূপে গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে এবং ছাত্র ও পিতা-মাতার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কার এবং চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম মিশনের ভূমিকার প্রসংশা করেন।

সিয়েরালীওন মুসলিম কংগ্রেসের প্রসিডেন্ট আল-হাজ সনোসী মুস্তফা পাকিস্তানী আহমদীগণের উপর নৃশংস অত্যচারের নিন্দা করিয়া নিজের দেশ সম্বন্ধে এ কথা বলেন যে, সিয়েরালিওনের রাষ্ট্রিয় আইন অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়াকে তাহাদের এবাদত এবং শিক্ষা ও আদর্শের তবলীগ ও প্রচারের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে। তিনি বার বার এ কথা জোর দিয়া বলেন যে, তাঁহার দৃষ্টিতে আহমদীয়া জামাত যেরূপে ইসলামকে পেশ করে এবং উহার অনুশাসন পালন করে উহাতে ইসলামের বুনিয়াদী নীতি ও আদর্শ হইতে কোনরূপ বিচ্যুতি ও ব্যতিক্রম ঘটে না। জামাত আহমদীয়ারও সেই একই কলেমা ও আরকানে ইসলাম এবং তাহারা কোরআনের অনুশাসন সোলআনা মানিয়া চলিতেছে। তিনি বলেন যে, জামাত আহমদীয়ার উপর শুধু মাত্র ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তিতায় চরম অন্যায় ও অত্যাচারের পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। তিনি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম মিশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

মিঃ কান্দাহ্‌বুরেহ্ (Kondeh Bureh) তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেশ করিয়া বক্তৃতায় বলেন যে, আহমদীগণ খোদা ভীরু, দেশীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ঐক্য ও সংহতি প্রিয় এবং উচ্চ চরিত্রের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত তিনদিন ব্যাপী জামাতের মোবাল্লগ ও বন্ধুগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসালামী বিষয়ের উপর সারগর্ভ ও ঈমানউদ্দীপক বক্তৃতা দান করেন। তেমনি নামাজ-তাহাজ্জুদ সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাজামাত, কুরআন পাক তেলাওয়াত, ইসলামী নজম সমূহ সুললীত কণ্ঠে পাঠ, প্রশ্ন-উত্তর, তবলীগ ও তরবিয়ত-মূলক চিত্র ও চার্ট প্রদর্শনী, তবলীগী ও তরবিয়তী ফিল্ম শো, বাচ্চাদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ভলিবল-ফুটবল প্রতিযোগিতা এই বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তেমনিভাবে মহিলাদের দুইটি পৃথক অধিবেশনও হয় উহাতে তাঁহারা বক্তৃতা ছাড়া 'টম্বোডু'তে আহমদীয়া মুসলিম মিশনের তরফ হইতে জারীকৃত মেয়েদের স্কুলের জন্য বোর্ডিং হাউস নির্মানের গুরুভার গ্রহণ করেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের বিশেষ কল্যাণ ও পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

এই বার্ষিক সম্মেলনে গত বৎসরের তুলনায় দ্বিগুন লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং কনফারেন্স শুরু হইবার পূর্ব হইতে উহার অতি সাফল্যপূর্ণ সমাপ্তির পর পর্যন্ত রেডিও এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকা সম্মেলনের খবরাদি প্রচার ও প্রকাশে পূর্ণ সহোযোগিতা করে। আল্লাহতায়ালা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আল্লাহতায়ালা আহমদীয়তের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্বব্যাপী বিজয় সাধিত করিয়া তাঁহার অগণিত ফজল ও রহমতের ধারা প্রবাহিত রাখুন। আমীন।

[সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান) ১০ই এপ্রিল ১৯৭৫ হইতে সংকলিত ও অনুদিত]

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

শেখুপুরায় (পাকিস্তান) চারি শত ব্যক্তির বয়াত গ্রহণ

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঘোরতর আহমদী বিরোধী এলাকা শেখুপুরায় চারি শত জন সত্যান্বেষী ব্যক্তি আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া এই এলাহী সেলসেলায় দাখিল হইয়াছেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও এই অঞ্চলে বহুসংখ্যক মুখলেসীন হযরত আমীরুল মুমেনীনের (আইঃ) পবিত্র হাতে বয়াত করিয়া সেলসেলা ভুক্ত হইয়াছেন। বন্ধুগণ, এই নূতন ভাইবোনদের এস্তেকামতের জন্য দোয়া করিবেন।

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া এবং সদকার বিশেষ তাহ্‌রীক

বিগত এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর তীব্র জ্বর হয়। তাপমাত্রা ১০৫'৫ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। দুই ঘন্টা পর আল্লাহতায়ালার ফজলে জ্বর নামিতে আরম্ভ করে এবং পরবর্তী দিন সকালে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান)-এর সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ যে, যদিও আল্লাহতায়ালার ফজলে জ্বর আর হয় নাই কিন্তু দুর্বলতা অধিক হইয়াছে। ব্লাড শুগার এবং ব্লাড ইউরিয়ার চিকিৎসা চলিতেছে। বন্ধুগণ, প্রিয় ইমাম (আইঃ)-এর আশু ও পূর্ণ আরোগ্যের এবং দীর্ঘায়ুর জন্য খাসভাবে দোয়া জারী রাখুন এবং সাদকাও দিন। উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা জামাতের বন্ধুগণ হুজুরের জন্য একটি বকরা সদকা দিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রিয় খলিফাকে পূর্ণ স্বাস্থ্যসহ কর্মময় দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন!

জামাত আহমদীয়ার মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত

ইসলাম প্রচার কল্পে ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকার বাজেট

২৮, ২৯ ও ৩০শে মার্চ তারিখে জামাতে আহ্‌মদীয়ার মজলিসে শুরা রবওয়াতে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে বিভন্ন জামাত হইতে আগত ৫৬৯জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) শুরায় উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এবং সকল অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেন।

উক্ত শুরায় বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে কেন্দ্রীয় তিনটি প্রতিষ্ঠান— সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, তাহরীক-জদীদ ও ওকফে-জদীদ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার নূতন বৎসরের জন্য ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বাজেট নির্ধারিত হয়।

সুন্দর বন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসা উৎযাপিত

বিগত ৪ঠা ও ৫ই মে, রোজ রবি ও সোম বার সুন্দরবন আঞ্জুমনে আহমদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসা অতীব সফলতার সাথে উৎযাপিত হয়েছে।

এই জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার মোহতরম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, কেন্দ্রীয় তালিম সেক্রেটারী জনাব ওবায়দুরই রহমান ভূঞা, ফাইনান্স সেক্রেটারী, জনাব মোহম্মাদ আবদুস সাত্তার, জনাব আবদুল গনি সাহেবান ঢাকা থেকে জলসায় যোগদান করেন।

৪ঠা মে, রবিবার বেলা ৩টায় জোহরের নামাজের পর স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে জলসার অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কোরান পাঠ, বাংলা ও উর্দু নজম (কবিতা) আবৃত্তি করা হয়। অতঃপর জলসা উপলক্ষে অভ্যার্থনা জানান জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামছুর রহমান সাহেব। তারপর জলসার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করা হয়।

দোয়া শেষে বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার মোহতরম আমীর সাহেব জ্ঞানগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। জলসার প্রথম অধিবেশনে ওফাতে ঈসা (আঃ), খেলাফতের আবশ্যকতা, আহমদীয়াতের পরিচিতি এবং অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও সমসাময়িক হিন্দু ধর্মের উপর বক্তৃতা পেশ করেন যথাক্রমে শেখ জনাব আলী সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব, জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং জনাব মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার সাহেব।

৬টা ৩০ মিনিটে জলসার প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

৫ই মে সোমবারে সকাল ৮টা থেকে ১১—৩০ পর্যন্ত এবং অপরাহ্ন ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬—৩০ পর্যন্ত পৃথক পৃথক ভাবে দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনটি কেবল সুন্দরবন লাজনা এমাউল্লাহ্‌র (আহমদী মহিলা সংঘ) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সুন্দরবন আহমদীয়া মসজিদের অভ্যন্তরে মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকাল ৮টায় লাজনা এমাউল্লার অধিবেশন বসে। কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের মাধ্যমে মহিলাদের জলসা শুরু হয়। অতঃপর ঈস (আঃ)-এর মৃত্যু, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহত্ব এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে মহিলারা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় যারা অংশ নিয়েছিলেন—তাদের মধ্যে সামছুন্নাহার বেগম, মনোয়ারা জিয়াদ, আফরোজা আনছার, রুবী দাউদ, হাসিনা সাত্তার, কস্তুরী কওছার, মমতাজ আহমদ, নইমা ইসলাম, তসলিমা আজিজ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নেপথ্য থেকে মাইক যোগে এই জলসায় মোহরতম আমীর সাহেব, জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ ও জনাব মোহাম্মদ

আবদুস সাত্তারও বক্তৃতা করেন।

মহিলাদের জলসায় শতাধিক মহিলা ছাড়াও অসংখ্য বাচ্চারা শরীক হয়ে এই জলসাকে কামিয়াব করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

৫ই মে সোমবার অপরাহ্ন ৩ঘটিকায় পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই অধিবেশনে দোয়ার আবশ্যকতা, মোকামে মোহাম্মদীয়াত, খাতামান্নবীঈন, পরিত্রান, জিকরে হাবীব (আঃ), সাদাকাতে মসিহ মওউদ (আঃ) বিষয়ের উপর বৃক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ আবদুল গণি সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব, শেখ জনাব আলী সাহেব, জনাব আবুল কাসেম আনসারী সাহেব, জনাব মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার সাহেব ও জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

অতঃপর মোহতরম আমীর সাহেব সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষণ দান করে জলসা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিন দিন এই জলসায় পাঁচশতাধিক আহমদী গয়ের আহমদী সহ অনেক হিন্দু ভ্রাতা-বন্ধু যোগদান করেন।

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

চট্টগ্রাম মজলিস আনসারুল্লহর বার্ষিক এজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার ফজলে গত ১০ ও ১১ই মে রোজ শনি ও রবিবার চট্টগ্রাম মসলিসে আনসারুল্লাহর ইজতেমা বিশেষ কামিয়াবীর সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ঢাকা হইতে মোহতরম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঃ আঃ ও নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মজসিলে আনসারুল্লাহ জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব ইজতেমাতে যোগদান করেন এবং আনসারগণকে উৎসাহিত করেন। শনিবার এশার নমাজের পর জনাব মহতরম আমীর সাহেব সারগর্ভ বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন করেন। শনিবার রাত্র ৮টা হইতে সোমবার ফজরের নমাজের পর কোরআনের দরস পর্যন্ত ছয়টি এজলাস হয়। এই সমস্ত এজলাসে বিভিন্ন আনসার বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন এবং সর্বসময় জীকরে এলাহীতে মশগুল থাকেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় যে ইজতেমাতে হাজেরী ৮০%-এর বেশী ছিল। মজলিসের পক্ষ হইতে রবিবার ভোরের নাস্তা, দুপুরের ও রাত্রির খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। হযরত আমীর সাহেবের শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্বেও এজতেমাতে যোগদান আনসার ভাইদের উৎসাহ ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, একজন ভ্রাতা বয়াত গ্রহণ করিয়া সেলসেলা ভুক্ত হন। তাঁহার এস্তেকামাতের জন্য বন্ধুগণ দোয়া করিবেন।

(প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম জামাত আহমদীয়া)

বাংলাদেশের আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নিদের উদ্দেশ্যে

হযরত আমীরু মো'মেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর

দোয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী

হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর নিকট হইতে গত সপ্তাহ জনাব আমীর সাহেব যে পত্র পাইয়াছেন উহাতে তিনি বাংলাদেশের জামাতের জন্য দোওয়া করিয়াছেন এবং জামাতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

"আল্লাহ আপনাদের সকলকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিবার তওফিক দান করুন এবং নিজেদের ব্যক্তি জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের দ্বারা এবং যে ঐশী উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করিয়া যাইতেছি উহার প্রচার ও সত্যের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিবার তওফিক দান করুন। আপনাদের জামাত ভ্রাতৃত্ববোধ ও নিঃস্বার্থ খেদমতে-খালকের মাধ্যমে সংখ্যায় এবং যোগ্যতায় উন্নতি লাভ করুক।

আল্লাহ আমাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রাখুন, সততার সঙ্গে কোরআনী বিধি ব্যবস্থাসমূহ পালনের তওফিক দান করুন, জামাতের যুবকবৃন্দকে মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গে পরিচালনে সাহায্য করুন। যুবকদের এবং মেয়েদেরকে যথাযথ তরবিয়ত দান করিলে অবশ্য উত্তম ফল পাওয়া যাইবে এবং সকলের মধ্যে উত্তম সহযোগীতাও বৃদ্ধি পাইবে।"

—সম্পাদক

"মুহাম্মদীয় নবুওত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুওত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।" [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬]

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

পাঠক পাঠিকার সমীপে বিশেষ আবেদন

চলতি সনের মে মাস হইতে পাক্ষিক আহ্‌মদীর নূতন বৎসর শুরু হইতেছে। সকল পাঠক পাঠিকার নিকট আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাইয়া সবিশেষ আবেদন করা যাইতেছে যে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক স্ব স্ব চাঁদা অত্র অফিসে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক আহ্‌মদী
৪, বকসী বাজার রোড, ঢাকা

বিশেষ দোয়ার আবেদন

১৬ই এপ্রিল ১৯৭৫, সদর মুরুব্বী মৌঃ সৈয়দ এজায আহ্‌মদ সাহেবের Prostate Glaud-এর অপারেশন করা হইয়াছে। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বন্ধুগণ, তাঁহার অশু রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করিবেন।

শোক-সংবাদ

২৯শে মার্চ ১৯৭৫, জনাব গোলাম সমদানী খাদেম সাহেব (সরকারী উকিল)-এর স্ত্রী উম্মুল খায়ের হামেদা খাতুন সাহেবা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় তাঁহার বাসগৃহে এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে……রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর আত্মার মাগফেরাত করুন এবং শান্তি বর্ষিত করুন। আমীন।

তিনি সাত পুত্র ও তিন কন্যা এবং অনেক নাতি-নাতনি রাখিয়া যান। আল্লাহ্ তায়ালা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে এই অপুরনীয় ক্ষতি সহ্য করার তওফিক দিন এবং তাঁদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ৯৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষেসাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন। নিক

(৪) নিম্নলিখিত দোয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুব ইলাইহি —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন —দৈনিক কমপক্ষে ১৯ বার

(ঘ) আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুল সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাড়াহুড়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.